বছরের সেরা ৫ টেস্ট বোলার

টেস্টে এখন সময়টা যেন বোলারদেরই। টি-টোয়েন্টির যুগে বোলাররা বেশ কোণঠাসা হয়ে পড়লেও ক্রিকেটের প্রধান ফরম্যাটে বোলাররা যেন সমালোচকদের পাল্টা জবাব ছুড়ে দিচ্ছেন। সম্প্রতি প্রায় সব টেস্ট ম্যাচেই ব্যবধান গড়ে দিয়েছেন কোনো না কোনো বোলার। ইংল্যান্ডের অ্যান্ডারসন-জাদুতে ভারত যেমন কুপোকাত হয়েছে, তেমনি শ্রীলঙ্কার হেরাথ-দাপটে নাকানি-চুবানি খেয়েছে পাকিস্তান। তাই এ বছর খেলার মোড় ঘুরিয়ে দেয়া সবচেয়ে বেশি উইকেট শিকারি ৫ বোলারকে নিয়েই সাজানো হয়েছে এবারের খেলার পাতা।

● জেড এম সাদ

রঙ্গনা হেরাথ

বছরটা যেন তারই। ক্যারিয়ারের দারুণ ফর্মে শ্রীলঙ্কার বাঁহাতি এই অর্থোডক্স স্পিনার।

ধারাবাহিক উইকেট শিকার করে চলতি বছরে সর্বোচ্চ উইকেট শিকারি বোলার তিনি। এ বছরে ১০ টেস্টে মাঠে নেমে ২০ ইনিংসে শিকার করেছেন ৬০ উইকেট! পাশাপাশি বছরের এক ইনিংসে সেরা বোলিং ফিগারটাও এখন তার দখলে।

পাকিস্তানের বিপক্ষে কিছুদিন আগে শেষ হওয়া দুই ম্যাচ সিরিজের দ্বিতীয় টেস্টের প্রথম ইনিংসে একাই শিকার করেন ৯ উইকেট। পাকিস্তানের বিপক্ষে সেই সিরিজে বেশ কয়েকটি রেকর্ডের মালিক বনে যান তিনি। টেস্ট ক্রিকেট ইতিহাসে কোনো বাঁহাতি স্পিনার হিসেবে এক ইনিংসে সেরা বোলিং ফিগার তার। হেরাথ ভেঙেছেন ১২৫ বছরের পুরনো এক রেকর্ড। ১৮৮৯ সালে ইংলিশ বাঁহাতি স্পিনার জনি ব্রিগস কেপটাউন টেস্টে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে নিয়েছিলেন ১১ রানে ৮ উইকেট। ১২৫ বছর পর ব্রিগসকে ছাপিয়ে গেলেন এ লঙ্কান স্পিনার। কলম্বোর এসএসসিতে এক ইনিংসে এটিই সেরা বোলিং ফিগার। এর আগের রেকর্ডটি ছিল মুত্তিয়া মুরালিধরনের দখলে। ২০০১ সালে এ মাঠে ভারতের বিপক্ষে এক ইনিংসে ৮৭ রানে ৮ উইকেট নিয়েছিলেন লঙ্কান স্পিনার কিংবদন্তি। মুরালিধরনকে তিনি ছাপিয়ে গেছেন আরেকটি রেকর্ড করে। দুই ম্যাচ টেস্ট সিরিজে সর্বোচ্চ উইকেট শিকারের রেকর্ডটা এতদিন দখলে ছিল মুত্তিয়া মুরালিধরনের। এক যুগ পর সেই রেকর্ডটা বদলে দিলেন তারই এক স্বদেশি বোলার। পাকিস্তান-শ্রীলঙ্কা টেস্ট সিরিজে ২৩ উইকেট শিকার করে দুই ম্যাচ টেস্ট সিরিজের সর্বোচ্চ উইকেট সংগ্রহকারীর রেকর্ডটা এখন রঙ্গনা হেরাথের দখলে। এর আগে ২০০২ সালের জানুয়ারি মাসে জিম্বাবুয়ে-শ্রীলঙ্কা দুই ম্যাচ টেস্ট সিরিজে মুরালিধরন সংগ্রহ করেছিলেন ২২ উইকেট। ওই কীর্তিতে ক্রিকেট ইতিহাসে দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজে সর্বোচ্চ উইকেট শিকারি হিসেবে নামটা লেখা ছিল মুরালিধরনেরই। আর এক যুগ পর সেই রেকর্ড দখলে গেল আরেক লঙ্কান স্পিনারের।

জেমস অ্যান্ডারসন

তালিকার দ্বিতীয় অবস্থানে আছে ইংলিশ পেসার জেমস অ্যান্ডারসনের নাম। ৮ টেস্টের ১৬ ইনিংসে শিকার করেছেন ৪০ উইকেট। বেস্ট বোলিং ফিগার ৭৭ রানে ৭ উইকেট। ভারতের বিপক্ষে সিরিজের তৃতীয় টেস্টের ঘটনা এটি। ভারতের বিপক্ষে শেষ হওয়া টেস্ট সিরিজে দুটি রেকর্ডের মালিক হন ইংলিশ এই ডানহাতি পেসার। লর্ডসে সিরিজের দ্বিতীয় ম্যাচে শিখর ধাওয়ানকে প্যাভিলিয়নে ফিরিয়ে দিয়ে ইংল্যান্ডের মাটিতে সর্বাধিক টেস্ট উইকেট শিকারের কৃতিত্ব অর্জন করেন জিমি। এর আগে ইংল্যান্ডের মাটিতে সর্বাধিক টেস্ট উইকেট ছিল ফেড ট্রুম্যানের। ট্রেন্ট ব্রিজে সিরিজের প্রথম টেস্টেই ট্রুম্যানকে (২২৯টি) ছুঁয়ে ফেলেছিলেন জিমি। পঞ্চাশ ও ষাটের দশকের কিংবদন্তি এই পেসারকে টপকে যান অ্যান্ডারসন। শুধু তা-ই নয়, ক্রিকেটের মক্কাখ্যাত লর্ডসে ইংল্যান্ডের সবচেয়ে সফল বোলারও এখন তিনি। ভারতের বিপক্ষে দ্বিতীয় টেস্টের প্রথম ইনিংসে চার উইকেট পাওয়া অ্যান্ডারসনের লর্ডস হোমগ্রাউন্ডে উইকেট সংখ্যা গিয়ে দাঁড়ায় ৭১-এ। টপকে যান সাবেক ইংলিশ অধিনায়ক ও অলরাউন্ডার স্যার ইয়ান বোথামকে (৬৯)। দেশের মাটিতে সর্বোচ্চ উইকেট শিকার করে এর আগেই টপকে গিয়েছিলেন স্যার ইয়ান বোথামকে। ইংল্যান্ডের মাটিতে স্যার বোথামের টেস্ট উইকেটের সংখ্যা ছিল ২২৬। পাশাপাশি লর্ডসের মাটিতে এখন সর্বাধিক উইকেট সংগ্রহকারী বোলারটির

সাদা পোশাককে গুডবাই জয়াবর্ধনের

শ্রীলঙ্কার ঐতিহাসিক বিশ্বকাপ জয়ের পরের বছরই আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অভিষেক হয়েছিল মাহেলার। তখন থেকেই দেশের স্তম্ভ হয়ে যান। এরপর একে একে কেটে গেছে ১৭টি বছর। এই ১৭ বছরে ক্রিকেটবিশ্বের অন্যতম পরাশক্তির নাম শ্রীলঙ্কা। ক্রিকেটবিশ্বে শ্রীলঙ্কার এই যে সমীহ আদায়, তার সিংহভাগই তার প্রাপ্য। বাইশ গজ আর জয়াবর্ধনে– কখন যেন দুটো সম্পর্কের ঘনিষ্ঠ মেলবন্ধ ঘটে গেছে। সেই ১৭ বছরের একটা সম্পর্কের যবনিকাপাত হলো। কলম্বোয় পাকিস্তানকে হারিয়ে যখন শেষবার ক্রিকেটার হিসেবে মাঠ ছাড়ছেন জয়াবর্ধনে, তখন শ্রীলঙ্কানদের চোখে জল। পাকিস্তানকে ১০৫ রানে হারিয়ে ২-০ সিরিজ জিতে নিল শ্রীলঙ্কা। একটা ম্যাচে ১৪ উইকেট নিয়ে নজির গড়লেন হেরাথ। সব চাপা পড়ে গেল মাহেলার বিদায় বিষাদের সুরে। টেস্ট ক্রিকেটের ইতিহাসে সর্বোচ্চ রান সংগ্রহকারী ব্যাটসম্যানের বিদায়টা অনেকটা নিঃশব্দেই হয়ে গেল। ক্রিকেটার জয়াবর্ধনের শেষদিনের আবেগের ছবিটা অন্যরকম। সাঙ্গাকারাকে দেখেই মনে হলো কেঁদে ফেলবেন। মাহেলার চোখে অবশ্য জল এলো না। এলো আবেগের কিছু কথা। জীবনের শেষ ইনিংসে জয়াবর্ধনে করেন ৫৪ রান। ১৪৯ টেস্টে ৪৯.৮৪ গড়ে মোট রান করেছেন ১১ হাজার ৮১৪। শতরান ৩৪টি, সর্বোচ্চ রান ৩৭৪। ৪২০টি ওয়ানডেতে মোট ১৪ হাজার ৯৬৪ রান। শতরান ১৬টি, সর্বোচ্চ ১৪৪।

নামও জেমস অ্যান্ডারসন। এখন শুধু অপেক্ষা আরেকটি রেকর্ড গড়ার। ইংলিশ বোলার হিসেবে সর্বোচ্চ উইকেট শিকারিদের তালিকায় তার অবস্থান দ্বিতীয়তে। এই ক্যাটাগরিতেও ঘাড়ে নিঃশ্বাস ফেলছেন স্যার ইয়ান বোথামের। প্রয়োজন মাত্র ৩ উইকেট। ইংলিশ বোলারদের মধ্যে ইয়ান বোথামের উইকেট শিকার ৩৮৩টি। ম্যাচ খেলেছিলেন ১০২টি। অন্যদিকে অ্যান্ডারসনের টেস্ট ম্যাচের সংখ্যা ৯৯, উইকেট শিকার ৩৮০টি। বছরের শেষে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে টেস্ট খেলতে নামবে ইংলিশরা। কে জানে হয়তো বছরের শেষেই স্পর্শ করবেন এই অনন্য মাইলফলক!

দিলরুয়ান পেরেরা

শ্রীলঙ্কান এই ডানহাতি অলরাউন্ডার কিছুদিন

আগেও ক্রিকেটবিশ্বে তেমন পরিচিত ছিলেন না। সেই ২০০৭ সালে ওয়ানডে অভিষেক। এরপর মাঠে নেমেছেন মাত্র চারবার। ঘরোয়া ক্রিকেটে ৫ হাজারের বেশি রান এবং ৫শ-র বেশি উইকেট শিকার করলেও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে জ্বলে উঠতে পারেননি। তাই দলের বাইরে ছিলেন অনেকদিন। চলতি বছরের শুরুতে হয় টেস্ট অভিষেক। শুধু অভিষেকই নয়, পেলেন যেন নতুন জীবন। অলরাউন্ডার হিসেবে ক্যারিয়ার শুরু করলেও দলে জায়গা পান বোলার হিসেবে। অভিষেক টেস্টেই জানান দিয়েছিলেন তার হাতেও আছে স্পিন ম্যাজিক। সেই ম্যাজিকেই চলতি বছর ৭ টেস্টে মাঠে নেমে ডানহাতি এই অফস্পিনার শিকার করেছেন ৩৬ উইকেট। ৫ উইকেট শিকার করেছেন ৩ বার। দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে নিয়েছেন ক্যারিয়ারসেরা ৮ উইকেট। বছরের সর্বোচ্চ উইকেট শিকারির তালিকায় তৃতীয় অবস্থানে আছেন এখন তিনি।

ডেল স্টেইন

প্রোটিয়াস এই পেসার সম্পর্কে নতুন করে

বলার কিছু নেই। তার বোলিং দাপট ব্যাটসম্যানরা হাড়ে হাড়ে টের পান। ক্রিকেটের তিন ফরম্যাটেই তার দাপুটে বিচরণ। চলতি বছর মাত্র ৬ টেস্টে মাঠে নেমে শিকার করেছেন ৩৩ উইকেট। গত মাসে শেষ হওয়া শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে টেস্ট সিরিজে শ্রীলঙ্কার মাটিতেই বছরের ব্যক্তিগত সেরা পারফরম্যান্স দেখিয়েছেন। সিরিজের প্রথম টেস্টে শিকার করেছেন ৯ উইকেট। স্টেইন-নৈপুণ্যেই সেই টেস্ট দক্ষিণ আফ্রিকা জেতে ১৫৩ রানের ব্যবধানে। বছরের শুরুতেই ক্যারিয়ারে যোগ করেছিলেন অনন্য স্বীকৃতি। ক্রিকেটের বাইবেলখ্যাত উইজডেন অ্যালামনাকের ১৫১তম সংস্করণে 'লিডিং ক্রিকেটার অব দ্য ইয়ার' হিসেবে নাম এসেছিল স্টেইনের। এ প্রসঙ্গে উইজডেন অ্যালামনাকের এডিটর লরেন্স বুথ এক উদ্ধৃতিতে লিখেছেন, 'দক্ষিণ আফ্রিকার ফাস্ট বোলার ডেল স্টেইন ২০১৩ সালের উইজডেনের লিডিং ক্রিকেটার হয়েছেন। তিনি গত বছর ৯টি টেস্ট ম্যাচ থেকে ৫১টি উইকেট নিয়েছেন, যার গড় মাত্র ১৭। এছাড়া তিনি ওডিআই ক্রিকেটেও অসাধারণ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন।' স্টেইন দ্বিতীয় প্রোটিয়া হিসেবে এই সম্মাননা পেলেন। তার আগে ২০০৭ সালে স্টেইনের স্বদেশি জ্যাক ক্যালিস এই খেতাব পেয়েছিলেন।

স্টুয়ার্ট ব্রড

এই তালিকায় ৫ নম্বরে রয়েছে আরেক ইংলিশ পেসার স্টুয়ার্ট ব্রডের নাম। গত বছর অ্যাশেজ থেকেই ফর্মে ছিলেন ব্রড। অ্যাশেজের চতুর্থ টেস্টে ঘুরে দাঁড়িয়ে জয়ের প্রান্তেই যাচ্ছিল অস্ট্রেলিয়া। কিন্তু ব্রড একাই তাদের সেই স্বপ্ন চুরমার করে দিয়েছিলেন। চলতি বছরেও ইংলিশ এই পেসার তার ধারাবাহিক উইকেট শিকার পারফরম্যান্স বজায় রেখেছেন। অ্যান্ডারসন-ব্রড পেস জুটি বিশ্বের সবচেয়ে ভয়ঙ্কর ব্যাটিং লাইনআপকে যে ধ্বংস করে দিতে পারে, তার প্রমাণ পেয়েছেন ভারতীয় ব্যাটসম্যানরা। ভারতের বিপক্ষে দারুণ এক সিরিজ শেষ করেছেন ব্রড। একের পর এক উইকেট শিকার করে ধোনির দলকে কোণঠাসা করে দলকে সিরিজ উপহার দিয়েছেন তিনি। এক ইনিংসে সেরা বোলিং ফিগার ২৫ রানে ৬ উইকেট। ৬ উইকেট দেখতে কম মনে হলেও উইকেট শিকারের তালিকায় ব্যাটসম্যানের নামগুলো যখন গম্ভীর, পূজারা, ধোনির হয় তখন উইকেটগুলোর মহত্ত্ব বেশ বোঝা যায়'। সেই টেস্টের দ্বিতীয় ইনিংস খেলা হয়নি ব্রডের। প্রথম ইনিংসে ব্যাট করতে নেমে ভারতীয় পেসার বরুণ অরুণের বাউন্সে নাক ভেঙে যায় ব্রডের। নাকে সেলাই নিয়ে শেষ টেস্টে মাঠে নেমে নেন ৩ উইকেট। চলতি বছর ৮ টেস্টের ১৫ ইনিংসে ডানহাতি এই পেসার শিকার করেন ৩০ উইকেট। ■